দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

# মেধাবীদের জায়গা দিন

বিশ্বায়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলিতে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এখন সর্বক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়া দেশগুলিকে উন্নত দেশগুলির মোকাবিলা করিতে হইতেছে। এই মোকাবিলা কেবল উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়, মেধার ক্ষেত্রেও। সে জন্য উচ্চ শিক্ষার কর্ণধারেরা ছাত্র-ছাত্রীদের অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কালক্ষেপণ না করিয়া বিশ্বমানের শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানাইয়াছেন। ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের মেধাপদক ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট-নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে সুশিক্ষায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে হইবে।

বলাবাহুল্য, বিশ্বায়নের পূর্বে দরিদ্র দেশসহ তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলি নিজস্ব প্রয়োজনে নিজস্ব কায়দায় পরিচালিত হইত। বিশ্বায়নের পর সেভাবে পরিচালিত হওয়ার এখন আর কাহারো উপায় নাই। সীমানা ঠিক থাকিলেও এখন দেশগুলির বাকী বিষয় সব উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু যে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত অনগ্রসর দেশগুলির উৎপাদিত পণ্যকে দেশে ও বিদেশে উন্নত দেশের পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতাই করিতে হইতেছে তাহা নয়, তাহাদের মেধাকে উন্নত দেশের মেধার সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন আমাদের মত দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে আমাদের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। তাহারা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কালক্ষেপণ না করিয়া উন্নত শিক্ষা লাভের চেষ্টা করিলে দেশ উপকৃত হইবে এবং দেশের পণ্যের মানই উন্নত হইবে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশের অবস্থান উন্নত হইবে।

*যাহা দৃশ্যমান তাহা হইতেছে যথার্থ শিক্ষা ও কর্ম পরিবেশের অনুপস্থিতি। অস্বীকার করা যাইবে না যে, আমাদের শিক্ষায়তনে ও কর্মক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশের যথেষ্ট অভাব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অরাজকতা বিদ্যমান। শিক্ষকেরা দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দিয়া থাকেন। শিক্ষায় মনোনিবেশ করার যথার্থ পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীরা পায় না। সে জন্য তাহারা যেখানে-সেখানে অলস সময় কাটায়।*

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। বাংলাদেশের যে শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশুনা করে মেধা পরীক্ষায় তাহারা যথেষ্ট সম্মান অর্জন করিতেছে। অপরদিকে বিদেশে কর্মরত মেধাবী তরুণ-তরুণীরাও বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করিতেছে। এ কারণে দেশের শিক্ষার্থী ও কর্মজীবীদের পিছনে পড়িয়া থাকার কোন যৌক্তিক কারণ নাই। যাহা দৃশ্যমান তাহা হইতেছে যথার্থ শিক্ষা ও কর্ম পরিবেশের অনুপস্থিতি। অস্বীকার করা যাইবে না যে, আমাদের শিক্ষায়তনে ও কর্মক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশের যথেষ্ট অভাব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অরাজকতা বিদ্যমান। শিক্ষকেরা দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দিয়া থাকেন। শিক্ষায় মনোনিবেশ করার যথার্থ পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীরা পায় না। সে জন্য তাহারা যেখানে-সেখানে অলস সময় কাটায়। অপরদিকে চাকরিসহ কর্মক্ষেত্রগুলিতে যে কাজের উন্নত পরিবেশ নাই তাহা সকলেই জ্ঞাত। এই অবস্থা হইতে দেশকে বাহির হইয়া আসিতে হইলে মেধাবী ও নৈতিক জ্ঞানসমৃদ্ধ লোকদের জায়গা করিয়া দিতে হইবে। সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় বসাইতে হইবে।

অনস্বীকার্য চৌদ্দ কোটি লোকের এই বাংলাদেশে মেধাবী তরুণ-তরুণীর অভাব নাই অভাব সম্পূর্ণভাবে তাহাদের ব্যবহার না করিতে পারা। প্রতিবছর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বাহির হয়। ইহারা কোথায় যায় তাহা দেখার কেউ নাই। আসলে সত্যিকারভাবে মেধাবীদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজটা সম্পন্ন হয় না। বেশীরভাগ মেধাবী ছেলেমেয়ে কাজের উপযুক্ত জায়গা পায় না। আমাদের বড় সমস্যা হইতেছে ব্যবস্থাপনাগত। সর্বক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা থাকায় কর্তৃপক্ষও অনেক সময় বুঝিতে পারেন না কিভাবে দেশের মেধাবীদের মেধা ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা মনে করি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশ উন্নত শিক্ষার উপযোগী করা আবশ্যক। মেধাবীরা মেধা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করিলে পরে তাহারা দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান করিয়া লইবে। তাহাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এখন শত শত বিদেশী কর্মরত আছেন। এই জায়গা আমাদের মেধাবী তরুণ-তরুণীরা পূরণ করিতে সক্ষম। অবশিষ্টরা আমাদের পুরানো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হইয়া উন্নত বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিবে। বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশ এখনো উন্নত নয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।